ধুলোর উপরিতাল

নিত্যানন্দ ঘোষ

Scanned with CamScanner

ধুলোয় ভ'রে আছে

নিত্যানন্দ ঘোষ

Scanned with CamScanner

প্রথম প্রকাশ ঃ

রথযাত্রা, ১৩৯৪

প্রকাশনা ঃ

অজয় সাহিত্য দপ্তর,

কাছারিপাড়া, কাটোয়া, বর্ধমান।

পরিবেশক ঃ

দত্ত এণ্ড কোং

ব্লক নং—, স্টল—১৭

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রণ ঃ

লিপিমালী প্রেস

২জি, নিলমণি মিত্র রো

কলিকাতা-৭০০০০২

বিনিময়—পাঁচ টাকা।

Scanned with CamScanner

বাবা মায়ের উদ্দেশে

১৭৯৪
৫৯৩
১৯৮৭

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

নিত্যানন্দ ঘোষের নাম আমি আগে কখনো শুনিনি। একদিন ভোরবেলা ভদ্রলোক এসে আমাকে তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেলেন। অনুরোধ : আসন্ন প্রকাশিতব্য গ্রন্থের (নাম "ধুলোয় ভ'রে আছে") ভূমিকা লিখে দিতে হবে। আমি তাঁর নাম আগে কখনো শুনিনি, কেননা তিনি কবিতা এযাবৎ খুব কম প্রকাশ করেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে দু'একটি কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম, পরে পুরো পাণ্ডুলিপিটি প'ড়েও সেই মুগ্ধতা বজায় রইলো। নিত্যানন্দ-র কবিতা যে কোনো পত্রিকায় বেরোতে পারে—এতোদিন বেরোয়নি তার কারণ তিনি কোথাও কবিতা পাঠাননি, তাঁরই সংকোচের বিহ্বলতা। তাঁর কবিতা ত্রুটিহীন নয়—পুরনো, অপ্রচলিত শব্দ ভারি পাথরের মতো মাঝে মাঝে রাস্তা জুড়ে থাকে, আধুনিকতার অগ্নি পরীক্ষায়ও তিনি সফল হতে পারেননি, তৎসত্ত্বেও তাঁর কবিতা ভালো, প্রতিশ্রুতিময়। একজন নতুন কবির কাছে এর চেয়ে বেশি সহজে আশা করা যায় না। সেইজন্যেই তাঁর কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

নিত্যানন্দ দুটি জিনিসকে মেলাতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়—এক, রোমান্টিক সংবেদনশীলতা ; দুই, বাস্তবচেতনা। পুরোপুরি রোমান্টিক নন তিনি, আবার সর্বাংশে বাস্তবানুগ কবিও নন। মশা, হাঁস, উদ্বাস্তু কলোনি, ঈশ্বর, সব কিছু একসঙ্গে খেলা করে তাঁর কবিতার স্রোতে, মিলে থাকে তাঁর চিত্রকল্প-বয়নে। অধিকাংশ কবিতাই আটলাইনে লেখা অষ্টক, কোনো কোনো কবিতা ঈষৎ বড়ো। তাঁর কবিতার ফর্ম বা গঠন-ও যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। আমি এই নবাগতকে অভিনন্দন জানালাম। নিত্যানন্দ ঘোষের যে প্রতিশ্রুতি লক্ষ করলাম, তা যেন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে ॥

কলকাতা
১৩।৬।৮৭

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

Scanned with CamScanner

ধূলোয় ভ'রে আছে কাব্যগ্রন্থে মোট তিপ্পান্নটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি বছরকাল পূর্বে রচিত। তখন হ'তেই এগুলিকে একত্রবদ্ধ ক'রে প্রকাশের কথা মনে হয়। এখন সেই কল্পনা বাস্তবে আকার পে'ল।

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

ধুলোয় ভ'রে আছে
বাঁশের মোহন বাঁশি
তোমার বাগানে
উদ্যত ফণার নীচে
পাখি
নাগিণীর গর্তে পা দিয়েছি
কাগজের ঠোঙার মতন
পাষাণ শীতল হয়ে
উষ্ণ মণ্ডলের দেশ
আগুন
উদ্বাস্তু
মশা
মড়ার মতন
গা ময় বিড়ালের পেচ্ছাপ
ডাকিনীর বেশে
ঝড়ের মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে
তুর্কীদের মতো নয়
সমুদ্রপীড়া
বিপন্ন মাঝি
ভূতে পাওয়া
চাঁদ
মুখোশের আড়ালে
ফ্যাশন
বাউলের মতন উদাসীন

Scanned with CamScanner

দ্বীপময় ভারত ও সমতল ভূমি
আবার এসেছি
কো-অপারেটিভের লোকের হাতে
অন্তরীণ
ক্রীতদাস
জীবনযাপন
ছিট্ কাপড়ের দোকান
দেশী পালতোলা নৌকা
ভেলপুরী দোকানদার
ছায়া শুধু মিলিয়ে গিয়েছে
নদী
ওঙ্গে রমণীর মতন
এ অঞ্চলের মানুষ
সহবাস
উদ্বাস্তু কলোনী
মাটির ঘর
সজল মেঘ
কাঠের ডিঙি নৌকা
ফুটবলার
বিষণ্ণ বিধুর
শ্বেতবাহন
জঙ্গলের পথ
পোষা বিদেশী কুকুর
মুমূর্ষু
নিঃসঙ্গ
প্রেতকাহিনী
সাম্যবাদ
পুরস্কার
ঘরে ফেরার দিন

Scanned with CamScanner

ধুলোয় ভ'রে আছে

ধুলোয় ডুবে আছে পা
সারা অঙ্গে কালি

ভুসোমাখা দুখানা তোমার হাত
উঁচিয়ে ধরেছো কেবলই

আজ নয় কাল নয় করেও কেটেছে দিন
বিষন্ন গোধূলি

ধুলোয় ভ'রে আছে গা
সারা অঙ্গে কালি।

Scanned with CamScanner

বাঁশের মোহন বাঁশি

ফুঁ দিয়ে দেখি বাজে না
বাঁশের মোহন বাঁশি

দু-খান করে ভাঙা প'ড়ে আছে মেঝেয়
ধুলোতে লুটোচ্ছে দেখ কিরকম

কতবার কত ভয়ে চুরি থেকে
আগলে নিয়ে ফিরেছি ওই বাঁশি

কার নিষ্ঠুর ছোঁয়া জানি না
দু-খান করে ভেঙেছে আজ ওকে।

Scanned with CamScanner

তোমার বাগানে

হে ঈশ্বর, তোমার বাগানে যত ফুল ফুটেছিল
সবার মাঝখানে ছিল সে তাই জানি

তবু তা সম্ভব কেমন করে বুঝি না
আগুন উঠে ছুঁয়েছিল শরীর

যে পত্রসম্ভার নিয়ে ঐ কুসুমের গৌরব
তার কোনখানে এতটুকু সবুজের মায়া নেই আর

বসন্তের শুরুতে লেলিহান আগুনের শিখায়
সর্বাঙ্গ ঝলসে তার হলুদ করেছে যেন বিধি।

Scanned with CamScanner

উদ্যত ফণার নীচে

উদ্যত ফণার নীচে লক্‌লকে জিভ ওই

বিদ্যুতের মত খেলে যায় সর্বাঙ্গ শিহরে

চকিত চাউনি যেন যাদু রমনীর কোন

ভয়ে ত্রাসে মরি ছুটে যাই অন্ধ কানাগলি !

Scanned with CamScanner

পাখি

ভয়ে জড়সড় গুটিয়ে রয়েছে দেখ
ডানা মেলে উড়ে যেতে শেখে নি পাখি

দরাজ আকাশের এতবড় চওড়া নীল বুক
হায় দেখেও কেন যে উড়ে যেতে শেখে না পাখি

তবে কী ডানার নীচে পালকের আশ্রয়ে গোপনে
কোনখানে ওর লুকিয়ে রয়েছে কোন ক্ষত
নাকি প্রানভয়ে ভীত ও কি এতই শান্ত ভীরু !

হে ঈশ্বর, তোমার দক্ষিন হাতের পরশে তবে আজ
সুস্থ করে রেখে দাও সকলের মাঝখানে আমাদের !

Scanned with CamScanner

নাগিণীর গর্তে পা দিয়েছি

ভুল করে কি ? জানি না নাকি ভুলেই
নাগিণীর গর্তে পা দিয়ে বসেছি আমি

আর কী নিষ্ঠুর ছলনায় ভুলিয়ে গোপনে তার
পাকে পাকে ঘিরে ধ'রে জড়িয়ে উঠেছে গায়

যখন নাগচম্পা ফুলের গন্ধে মৌ মৌ
দখিণা বাতাসে ভ'রে উঠেছে আঙিনার বুক

তখনও ভুল করে কি ? জানি না নাকি ভুলেই
রহস্যময় আমি জড়িয়ে পড়েছি কোন ফাঁদে।

Scanned with CamScanner

কাগজের ঠোঙার মতন

দেখ, এই আমার জীবন
কাগজের ঠোঙার মতন গড়িয়ে চলেছে হাওয়ায়

আর যত ধুলো ঐ রাস্তায় মিশে আছে
মানুষের পায়ে পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে

দলা পাকিয়ে বিবর্ণ বিষণ্ণ কিম্ভুত চেহারা নিয়ে
অবেলায় এসে এই উঠোনে নেমেছে

যে ঠোঙা ভর্তি হয়ে একদিন উপরে উঠেছিল তাকে
অবহেলায় তার কী অন্তিম পরিণাম এসে দেখে যাও।

Scanned with CamScanner

পাষাণ শীতল হয়ে

পাষাণ শীতল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে শিশু
কোনদিন কখনও জাগবে না যেন আর

কতবার কতস্বপ্ন জাগরণে লালন করেছি ওই দেহ
ধর্মান্ধ পিতার মতন চুম্বনে ভরিয়েছি দুই গাল

ডবকা হাতের মুঠি তুলে যখন ও শাসিয়েছে আমাকে
মাম্ মাম্ শব্দে থাবা তুলে ফিরে এসে কাছে
কোনদিন কোন ভুলে রাঙায়নি চোখ দুটি তবু

আজ দেখ পাষাণ শীতল হয়ে ওই ভূতলে শয়ান
কোনদিন কখনও জাগবে না যেন আর !

Scanned with CamScanner

উষ্ণ মণ্ডলের দেশ

উষ্ণ মণ্ডলের দেশ বলে এখানে গরম বেশী
মাটি থেকে শুরু করে সৃষ্টির জল পর্যন্ত হাওয়া

প্রকৃতির সকল কিছুই বড়ই উত্তপ্ত আজ মনে মনে
আর সেই তাপ ছড়িয়ে যায় প্রতি অণু পরমাণু দেহ-মঙ্গলে

অদ্ভুত যত সব বৈচিত্র্য দেখা যায় স্বভাব চঞ্চল মানুষের
সৃষ্টির আদিম অবস্থার কথা মনে হয় বারম্বার

ক্রমে শীতল হয়ে আরও শান্ত স্থির পরিণত হলে
বোঝা যায় সত্তার গভীরে ডুবে থেকে এতসব কোনদিন।

Scanned with CamScanner

আগুন

এত উঁচুতে আগুন কী করে নিভবে জানি না
দমকলের ভরসা নেই অসময়ে এতদূর

শহর থেকে মাইল বিশেক পশ্চিমে
পূবালি মাঠ পেরিয়ে এই আমাদের গণ্ডগ্রাম

অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ সে সব বোঝে না
চোখে দেখা দূর অস্ত কানেও শোনেনি কখনও

তাই অত উঁচুতে আগুন দেখে
তোল্লা করে বাল্‌তি জল ছড়িয়ে ফেলছে
গায়ে মাথায় সবখানে।

Scanned with CamScanner

উদ্বাস্তু

ছিন্নমূল মানুষ ওরা ঐ দেখ কোথায় চলেছে হেঁটে
পুঁটলি মাথায় করে উদ্বাস্তুর বেশে মরছে দেশ দেশ ঘুরে

একটু করো সবুজের স্বপ্ন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে
কতবার কত ঘুরে আবার নেমেছে ওরা ওই দেখ পথে

কার অভিশাপ বল নিষ্ঠুর দৈব কোন্ দোষে ওদের
ভিটে মাটি হারিয়ে সর্বস্ব ঘুচিয়ে উপড়ে ফেলেছে মূল

বাউণ্ডুলে মানুষের মতন উচ্ছিষ্ট ভোজনের তাড়নায়
দেখ ওই পথে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কোথায় চলেছে ওরা।

Scanned with CamScanner

মশা

জানলা খোলা পেয়ে ঢুকেছে
কাল সন্ধ্যায় কখন এসে মশা

অন্ধকারে মোমের আলোয় দেখি
সারা ঘরে ছড়ানো বিছানা

মশারির কোন জুড়ে রহস্য গুঞ্জন
ঘনিয়ে উঠেছে বারম্বার রাতভ'র

ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে তবু
বিছানায় জেগে ব'সে কাটিয়েছি কাল।

Scanned with CamScanner

মড়ার মতন

কী করে তোমার কাছে যাই বল কোন্ পথে
অন্তরে সে জমাট দেখে বুঝবে না কখনও

একাকী বিষন্ন এই নিঝুম দুপুর বেলা ঘরের ভিতরে
হাঁসকল তুলে মেঝেয় শুয়ে রয়েছি মড়ার মতন

ডাঙায় তুলে আনা গভীর জলের মাছের সেই দেহ
বিশ্বাস না হয় জেনে যাও কতটা রক্ত আজও তাজা

চারিদিকে আমিষাশী লোভ দানা বেঁধে ছড়িয়ে যায়
দূরের আকাশে
জালের গাঁঠির দাগ লেগে মিশিয়ে রয়েছে এখানে
এই ধুলিতে ।

Scanned with CamScanner

গা ময় বিড়ালের পেচ্ছাপ

গা ময় বিড়ালের পেচ্ছাপ লেগে রয়েছে
ধুলেও কতদিন শুধু গন্ধ গেল না ওর

নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে যাওয়া বিষের দাগ এতসব
শরীরময় ছড়িয়ে যায় যদি কখনও

তাই গরম চুণের প্রলেপ লাগিয়ে কিছুদিন
গেঁড়ী গুগ্‌লি খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি দিন

গরীবের সংসারের এই জোড়াতালি দেওয়া হাল
কতদিন আর বইবে বল বিড়ালের ওঠা বসা দেখে।

Scanned with CamScanner

ডাকিনীর বেশে

ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস হয় নাকো আর
তবু ডাকিনী চেহারা মিলিয়ে দেখেছি অবিকল

হাতছানি দিয়ে কাছে টানে নীচে নামায় ডোবায়
সম্মোহিত করে মায়াজালে ভোলায় গোপনে

ঝাঁপির ভিতরে সেই বন্দিনী সাপিনী এক নারী
দূরে হতে আমি তার হিস্ হিস্ শুনি

সাহস হয় না কাছে যেতে তবু বারম্বার
হেসে হেসে ডাকিনীর বেশে ছলনায় ভোলায় গোপনে।

Scanned with CamScanner

ঝড়ের মতন উর্ধ্বশ্বাসে

ঝড়ের মতন উর্ধ্বশ্বাসে হাঁ মুখ গিল্‌তে আসছে ওই
লোকালয় থেকে নদী মাঠ প্রান্তর পার হয়ে ছুটে আসছে

সাঁই সাঁই তীরবেগে বইছে মাথার উপরে হাওয়া
আর চোখে মুখে উড়ে এসে পড়ছে ধুলো বালি কয়লার গুঁড়ো

বল্লম উঁচিয়ে চিকুর হাঁকিয়ে থামিয়ে দেবার মতলবে
গ্রাম্য বালকের মতো তালি দিয়ে পাথর কুড়িয়ে মারছে ছুঁড়ে

স্টীম ইঞ্জিনের নকিব একা নিয়ম মত দাহ্য ঢেলে তবু
নীরব নিটোল প্রত্যয়ে যাত্রাপথের মানুষ নিয়ে চলেছে ওই।

Scanned with CamScanner

তুর্কীদের মতো নয়

তুর্কীদের মতো রণকুশল নয় এখানের মানুষ
স্বাভাবিক উদারতা নিয়ে জন্মেছে প্রকৃতির

ঝড়োবাতাস বাঁশবাগান কাঁপিয়ে নুইয়ে পড়ে মাটিতে
তবু আজন্ম সংস্কার এই অবিচল সত্যে স্থির থাকা

কোন ভাষা নেই জাতিধর্মের প্রভেদ মানে না কিছুই
শুধু বর্ণ বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এক নাগরিক হওয়া

যখন দা কুড়ুলের শব্দ মর্মরিয়ে খালি করে দিয়ে যায়
তখন শুধু ব্যথা গোপন করে' চুপ থেকে প্রতিবাদ জানায়
সবিনয়ে।

Scanned with CamScanner

সমুদ্রপীড়া

অসহ্য সমুদ্র পীড়ায় গা গোলানো শরীর
মাথা চেপে বসে পড়ছি কখন কী হয় তরীর

জলতরঙ্গ ঢেউয়ের দোলায় দুলছে জাহাজখানা
সাগর তলে ডুববে এবার লক্ষটাকার মানা

ভূত ভবিষ্যৎ সবই যখন বর্তমানের হাতে
মাঝ দরিয়ার বুকে বুঝি সবাই মরবো সাথে

ভয় কোরো না বুক বাঁধো গো নাওয়ের মাঝি যাত্রী
অকূল বিপুল যুদ্ধ জাহাজ কাটবে আঁধার রাত্রি।

Scanned with CamScanner

বিপন্ন মাঝি

তীরের কাছে এসেও ফের ডুবতে বসেছে নৌকা
বিপন্ন মাঝির তাই কী ব্যাকুলতা অমন

তার আর্ত বিস্ময় জলের উপরে বিম্বিত হয়ে ফেরে
দিগন্তে নক্ষত্রে মেশে গাছে-পাতায় আকাশ বায়ুতে

যেন কোন্ হিংস্র হায়েনার ক্ষুধার্ত জঙ্গল চক্ষু
উদ্যত থাবা মেলে ধ'রে দাপট দেখায় শুধু

আর বিপর্যস্ত মাঝি ডাঙায় উঠে তখন
সর্বাঙ্গ মুছিয়ে নতুন কাপড় বদলে নিতে চায়।

Scanned with CamScanner

ভূতে পাওয়া

কিল খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে লোকটা
মুখে কথা নেই আর পাগলের মত হাবভাব

গুম্ হয়ে বসেছে মাটিতে গায়ে মাথায় মাখছে ধূলো
বিবাগী বৈরাগীর সমান দশা জীর্ণ বেশভূষা ওর

ছেঁড়া ন্যাক্ড়া পরে ঘুরছে পাড়ায় পাড়ায়
কেউ জানে না কী বৃত্তান্ত কোথাকার মানুষ

কেনই-বা এমন অকাল পরিণাম ওর অসময়ে
কেউ বলে ও-নাকি ভূতে পাওয়া অঞ্চলে গিয়েছিল সেদিন।

Scanned with CamScanner

চাঁদ

মানুষের কথার মতন ভেসে যায় মেঘ আকাশের
আর দূরে থেকে মনে হয় চাঁদ বুঝি লুকালো আড়ালে

যে স্নিগ্ধ করোজ্জ্বল নিয়ে ওই চাঁদের প্রকাশ
যেটুকু কলঙ্ক তার জেনেছি সে কিছু নয় হায়

স্বাভাবিক গ্রহ উপগ্রহের শরীর নিয়ে গড়া
ধুলো মাটি বন্ধুর উপাদানের চাঁদ আমাদের

তবু দূরে থেকে ভেসে যাওয়া মেঘ দেখে কেউ
কত কিছু বলে যায় ভালো মন্দ মানুষের কল্পনায়।

Scanned with CamScanner

মুখোশের আড়ালে

কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে মুড়িয়ে রাখতে চায় সবটা
মুখোশের আড়ালে যেমন কেউ কেউ নিজেদের মুখ

অমনি ঘন কালো চাদর নিয়ে সোল্লাসে কাছে আসে
জীবন্ত শব বানাবার মতলব আঁটে খলিসায় গোপনে

আর মাঝে মাঝে চাদর উড়িয়ে ভেতর থেকে ঘন বাতাস
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত অবকাশ টেনে দিয়ে যায় মানুষের গোপনে

মাথার আশ্রয়ে কুচিন্তার ঢেউ মুখোশে লুকিয়ে শুধু
কাছে আসে ঘুরে ফিরে চাদরে কালো জড়াতে চায় বারম্বার।

Scanned with CamScanner

ফ্যাশন

ঘাড় অব্দি লম্বা চুল লতিয়ে পড়েছে কান চেপে
সিনেমার ঢঙে জুলপি কাটা কামানো গোঁফ কোন ছলে

এ-রঙেরই চল্ বেশী আজ এ মুল্লুকের সবখানে
সাজ পোষাকের ভাবে যেন হাওয়ায় ওড়ে পশ্চিমের

আধাবুড়ো যত তারাও এসে হাত মিলিয়েছে ছোকরাদের
গাঁইয়া লোকের কপাল মন্দ তাকিয়ে দেখে হাঁ করে

সবার চেয়ে সবাই নাকি খুব বড় এই মশ্‌গুলে
কেউ শোনে নি ভাত কাপড়ের অভাব আছে কোন্‌খানে।

Scanned with CamScanner

বাউলের মতন উদাসীন

বাউলের মতন উদাসীন মানুষটার চোখ-মুখ
দেখে কষ্ট হয় বড় মায়া জাগে মনে

আড়ালে ডেকে মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে শুনিয়ে
বলি এত দিলে যদি বাকী তবে কেন আর

শরীর পুড়িয়ে অঙ্গার হয়েছে কাঠ এতদিনে
কী-ই বা আছে ওতে কি জানি কী হবে

শেষমেষ কোথাও না পড়ে যায় গিয়ে
হাত-পা ভেঙে বাধায় কোন গণ্ডগোল।

Scanned with CamScanner

দ্বীপময় ভারত ও সমতল ভূমি

সমতল ভূমির দিকে চোখ মেলে রেখেছি
অন্য কিছু কোনতে কোন ভরসা নেই আজ আর

দ্বীপময় ভারতের অবশেষ যে-অংশ রয়ে গেছে এখানে
তার চতুষ্পার্শ্বে জলের যে সে কী মহাকলরোল

এ যে না বুঝেছে তার কিছুতে বিশ্বাস জন্মানো কঠিন
এমন কী সাধারণ উপলখণ্ড হরিণের মত ত্বরিতগতির

সেগুলি পর্যন্ত স্রোতের ধাক্কায় অবিরল ক্ষয়ে যেতে যেতে
একসময় জলতলে একাকার লীন হয়ে মিশে যেতে চায়।

Scanned with CamScanner

আবার এসেছি

শহরের উপান্তে এসে রয়েছি কতদিন
তবু সবটা আদব কায়দা শিখি নি এখানের

কি ভাবে কোন্ নক্ষত্র আসে বসে পিছু হটে
ফিরে গিয়ে ফের চলতে শুরু করে আবার

কিছুই দেখি নি আমি এতসব চোখ মেলে কখনো
কিছুই বুঝি নি আমি চিম্‌নির ধোঁয়ায় এত কালি

শুধু ধান জমির আশে পাশে ঘুরে ফিরে
আবার এসেছি এই নির্জনবাসে বরাতজোরে বড়জোর।

Scanned with CamScanner

কো-অপারেটিভের লোকের হাতে

কো-অপারেটিভের লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাই
সমস্ত বিষয়ে ভালমন্দ হেস্তনেস্ত ওঁরাই যা বুঝবেন

মাঝখান থেকে উলুখাগড়ার মতন এখন আমরা
মুখস্থ করা অংশের বিবরণ শুনিয়ে যাব অছিলায়

লীজ দলিলের গোপন ব্যাপার নিয়ে সরকার পক্ষের উকিল
বস্তুবাদী যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন আগেই

তাই আদ্যোপান্ত ঘটনার বিবরণ জেনে নিয়ে
কড়া নজরদারির বন্দোবস্ত রেখে গেছে এই কয়দিনে শুধু।

Scanned with CamScanner

অন্তরীণ

ঘরের ভিতরে বন্দী অন্তরীণ জেগে বসে আছে
চতুর্দিকে কড়া নজরদারীর ব্যবস্থা সমিতির কাছে

পুলিশের হাতের বেয়নেট বন্দুক উঁচিয়ে ধরে আছে
দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছে আজ এখানে

আদার ব্যাপারী সাধারণ মানুষ এতসব বোঝে না
তাই জনশ্রুতি একমাত্র ভরসা এই আম-বাগানে

উল্টোপাল্টা খবর ছড়িয়ে বেড়ায় আগুনে বাতাস
ঘরের ভিতরে বন্দী অন্তরীণ পাহারায় আছে।

Scanned with CamScanner

ক্রীতদাস

ক্রীতদাসের মতন এসে দাঁড়িয়েছি নতমুখে
উবু হয়ে একেবারে মাঝখানে বসেছি সকলের

রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সভাসদ আরও কত শত মানুষ
এমন কী নহুষ বলে যাদের পরিচয় তারা পর্যন্ত

ঘিরে ধরে সকলেই এসে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলে
মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে মজা কুড়োচ্ছে

আর ক্রীতদাস আমি রজ্জুবদ্ধ পাগলের মত
মাথার চুল খামছে উত্তেজনায় ক্ষোভে কাঁপছি দ্যাখ ।

Scanned with CamScanner

জীবন যাপন

জারোয়াদের মতন জীবন যাপন এখানের
সভ্য মানুষ দেখে ভয় করে বেশী

বিদ্যুৎ চমকের মতো কখনও একবার
দেখা দিয়ে ফের মিলিয়ে যায় গহীনে

বাইশটা বছর কি ভাবে কেটে যায় কে জানে
সবুজ আন্দামানের কিনারা ঘিরে জল জমে

শহর থেকে মানুষজন আসে এধারে
চলাফেরা শুরু হয় দু-চারদিনের জন্য তখন আবার।

Scanned with CamScanner

ছিট কাপড়ের দোকান

ছিট কাপড়ের দোকান নিয়ে বসেছি
কেউ আসে কোনদিন আসেও না

হরিজন পল্লীর এই নিশুত অন্ধকারে
বাবু মানুষের দেখা মেলা ভার

যে দু-একজন অজ্ঞাত পরিচয় হঠাৎ কখনো
চলে আসে
দ্বিতীয়বার আসার সময় তারাও আর
ভুল করে না

এ দিকে রাশীকৃত ছিটকাপড় ঘরে
ধুলো-বালি মেখে রোজকার আগুনে পুড়ছে।

Scanned with CamScanner

দেশী পালতোলা নৌকা

দেশী পালতোলা নৌকায় চ'ড়ে বসেছিলাম একদিন
হাওয়া আর স্রোতের অনুকূলে টানে এগিয়েছিল সেদিন

তারপর অদৃশ্য কোন্ ছলে কুগ্রহের প্রভাব কিনা জানি না
আমার এ ব্যাণিজ্যতরী উল্টো হাওয়ার মুখে ভাঁটার কানুনে পড়ে

হাবুডুবু খেয়ে চড়ায় আটকে পাল ছিঁড়ে শেষে
বিপর্যস্ত এখন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন গরুড় শাবক

স্তব স্তুতি যাগ যজ্ঞ কীসের নির্দেশ তাই বলো সুধী
কোন্ পুণ্যবলে সাধের এ বাণিজ্যতরী ভিড়বে কোন লক্ষ্যে।

Scanned with CamScanner

ভেলপুরী দোকানদার

প্রতিষ্ঠার আলুকাবলি মুখে পুরে যতবার দাঁড়াতে চেয়েছি
অমনি ভেলপুরী দোকানদার ঠোঙা ভর্তি টক জল তুলে দিয়ে

বিকট উল্লাসে হাসিতে বাতাস কাঁপিয়ে হুলস্থুল বাধিয়েছে
গেঁয়ো রাখালের মত মুখভঙ্গী করে তাকিয়ে থেকেছে অমনি চারিধার

রাস্তায় দাঁড়ানো যত কাক পক্ষী শাবকছানা সবার লক্ষ্য
যতদূর অবধি চাই-না-চাই ব্যাধের শবরদৃষ্টি ঢিল ছুঁড়ে তাক করে গেছে
শুধু

আর আততায়ী ভেবে ঐ কাক দেহ থেকে চোখ থেকে মাংস খুবলে
নিয়ে
কীরকম বীভৎস করে রেখে গেছে দ্যাখ আমাকে এখানে।

Scanned with CamScanner

ছায়া শুধু মিলিয়ে গিয়েছে

প্রখর রোদ দেখে গাছের নীচে ছায়ায় দাঁড়াতে চেয়েছি
অমনি মূল শুদ্ধ গাছ উপড়ে গিয়ে উল্টে পড়েছে মাটিতে

আর হতচকিতের মতন বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে
ঠা ঠা রোদে হাত পা ছড়িয়ে ধুলো মেখে কিম্ভূত সেজেছি

তখনো অদূরে যেখানে যত গাছ উপগাছ ডালপালার নীচে
আরও সব মানুষ এসে ফাঁক ফোকর খুঁজে নিয়ে বসে গেছে
জেনো

শুধু লোভে কামনার বশবর্তী হয়ে যন্ত্রচালিতের মতন
যতবার আমি ঐ ছায়ার দিকে এগিয়েছি
ডালপালা নেড়ে মুচকি হেসে ছায়া শুধু মিলিয়ে গিয়েছে
রোদ্দুরে।

Scanned with CamScanner

নদী

দূরের থেকে পাথর এনে বসায়নি কোনখানে
স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মে গড়া দুই পাড়ে তার

অবিরাম ঢেউয়ের কলরোলে ভেঙে পড়া কিনারা
যতটুকু ক্ষয়-ক্ষতি অনিবার্য তাই শুধু জেনেছি

সংগ্রামের দিনে দানবের সাথে পরাজয়ে উল্লাসে
ঘর বাড়ী ভাসিয়ে লোকালয় অবধি নিয়েছে টেনে

তবুও কী নির্বিকার দ্যাখ নদী মোহনায়
সাগরের উদ্দেশে মিলতে চেয়েছে ওই।

Scanned with CamScanner

ওজে রমণীর মতো

ওজে রমণীর মতো কাঁচা গায়ের লাবণ্য
দেহ দিয়ে মনে হয় যৌবন ফুটে বেরোচ্ছে

মাঝে মাঝে বাজখাঁই গলা নিয়ে চীৎকার
অস্ফুট ধ্বনির আকারে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে

বাতাসে হরিৎ বর্ণ ধানের ঢেউ দোলানো শরীর
চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে খিলখিল হাসি

মাঝে মাঝে আঁচল খসিয়ে বুক থেকে
লাল গুঞ্জা ফুল খোঁপায় জড়িয়ে নিচ্ছে

এ দৃশ্য যারা আগে কখনও দেখেনি তারাও
খুশীতে প্রাণমন চঞ্চল করে বুঝে নিতে চায়।

Scanned with CamScanner

এ অঞ্চলের মানুষ

নকশাল আমল থেকেই এ-অঞ্চলের যত খ্যাতি
অবশ্য খ্যাতি ব'লে যদি মনে করেন তবেই

না'হলে অখ্যাতির যে খ্যাতি সে তো আমরা বুঝিই
আর তাই সম্ভবতঃ সে কারণেই বাবু ভদ্রলোক

এ-অঞ্চলে কোনদিন বসতি নির্মাণে উৎসাহ পান নি
যে দু-চারখানা টিনের ছোট চালাঘর দেখা যাচ্ছে ওগুলোতে

সবই প্রায় সাধারণ খেটে খাওয়া চাষাভুষো মানুষের বাস
সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে রাস্তায় জলকল বসানো হয়েছে এখানের

শোনা যাচ্ছে খুব শিঘ্রী নাকি রাস্তাঘাট পাকা হয়ে যাবে
হয়তো এ অঞ্চলের মানুষের উজ্জ্বল প্রতিভা সকলকে কাছে টানবে
সেদিন।

Scanned with CamScanner

সহবাস

বড় মানুষের গা ঘেঁষে দাঁড়ালে
ও রকম ছোট মনে হয় সকলের

আমারও তাই মনে হয়েছে নিজেকে
আশে পাশে যারা ছিল সবাই বুঝেছে দেখে

এ রকম অসম সহবাস কেমন করে সম্ভব
কেউ তা বোঝেনি চায়নি বুঝতে

শুধু দাঁতে দাঁত জিভ ঘষে কু-ঢঙে এমন
শানিয়ে রাঙিয়ে দুটি চোখ দাঁড়িয়েছে হেসে।

Scanned with CamScanner

উদ্বাস্তু কলোনী

উদ্বাস্তু কলোনীর এই নির্জন শেষ প্রান্ত এখানের
ঘর বেশী নেই ; রোদ্দুর স্থির হয়ে দাঁড়ায় এসে ঘুরে

মাঝে মাঝে পূবদিকের চরে সবুজ সোনালী হাওয়া
মুক্তির আনন্দ নিয়ে ভরিয়ে যায় উঠানের প্রাঙ্গণ

যে কয়জন মানুষ আমরা অবেলায় এসে উঠেছি এখানে
আসার আগে প্রত্যেকের এক অঙ্গ বাদ গেছে জেনো

আর সেই কাটা হাত ল্যাঙড়া পা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
উদ্বাস্তু কলোনীর একেবারে দক্ষিণে নতুন করে চলাফেরার
অভ্যাস করছি।

Scanned with CamScanner

মাটির ঘর

আমার এ মাটির কাঁচা ঘর বাবু
বেনোজল ঢুকে কী সর্বনাশ হল দেখুন

দুয়ার জানালা যেখানকার যত কড়ি বরগা সব
ভেঙে দুমড়ে তছনছ করে ছত্রাকার মতন রেখে গেছে

অজস্র বিলকুল কেউটে কালসাপ সুযোগ বুঝে ঐ
মাচার নীচে বাঁশের খুঁটি জড়িয়ে ধরে লুকিয়েছে

আর হতভাগী আমি পুত্রশোকে কাতর জননীর মতন
স্নেহে অন্ধ ভিটে মাটি আঁকড়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি।

Scanned with CamScanner

সজল মেঘ

এ আমার বাংলাদেশের মেঘ
সজল হয়ে নামছে দেখ শিয়রে

আর যেন কী পরম সোহাগে মাথা তুলিয়ে
অবনত হয়ে একটু একটু করে সব জল ঝরিয়ে দিয়েছে
গোড়ায়

মাটি থেকে রস নিয়ে প্রাণময় করেছে ওই শরীর
আর প্রণতের বিকাশ দেখ অসংখ্য সবুজে কিশলয়ে পাতায়

আমরা বিস্ময়ে অবাক মেনেছি এতকাল দিনভর বিকালে
সজল হয়ে নামছে দেখ কুটীর প্রাঙ্গণে কার।

Scanned with CamScanner

কাঠের ডিঙি নৌকা

আমার এ কাঠের ডিঙি নৌকা বড়ই ছোট
সবাইকে বসতে দেওয়ার যথেষ্ট জায়গা নেই এতে

তবুও মুষ্টিমেয় অল্প যে কয়জন মানুষ
পরম বিশ্বাসে এগিয়ে এসে উঠেছে এখানে

আর ভয় পেয়ে দুর্বল ভেবে এগোয়নি যারা
শেষমেশ উঠেও নেমে গেছে ত্বরিতে সবাই

আমার মর্মবেদনা অশ্রুবারি হয়ে ধূলিতে ঝ'রে
ভোরের শিশিরের মত মিলিয়ে গিয়েছে সবখানে জেনো।

Scanned with CamScanner

ফুটবলার

পায়ে হেঁটে এসেছি ব'লে কর্তারা কেউ ফিরে তাকাল না
রোজদিন সেজেগুঁজে সাইড লাইনের ধারে বসে কাটিয়েছি পা

আর খেলা দেখে আনচানিয়ে ম'রে গিয়েছে প্রাণ আমার
তবু কর্তারা কেউ ভুল করেও ফিরে তাকাল না একবার

এ দিকে ঘরে বাইরে আপদ ব'সে দুয়ারের মাঝখানে
দাঁড়িয়ে থেকে অষ্টপ্রহর নাম গেয়ে চৌদ্দপুরুষ গুন্‌ছে

তবু বল অন্ত প্রাণ আমার ভিজে ভিজে মাঠ রোদ্দুরে একা
উন্মুখ প্রত্যাশায় আজও এসে ব'সে কাটিয়েছি দিন।

Scanned with CamScanner

বিষণ্ণ বিধুর

বেড়ার ঘর আমার পাতায় সাজানো প্রাঙ্গণে কুটীরের ছায়া
চারিধারে আম জাম কাঁঠালের ঘন হয়ে করে থাকা চুপ

দূরে থেকে দেখি আমি মানুষের মুখ পদছাপে ভরা তার ধূলি
প্রশান্ত হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছে বা কারও গালে

সুবেশা তরুণ তরুণী ওই রাস্তা পার হয়ে যায় চলে'
খুশীর আভাস বুঝি গড়িয়ে পড়েছে আলো দেওয়ালে অনুরাগে

আর এখানে আমি একা ভীষণ একা বিষণ্ণ বিধুর চেতনায়
অন্ধকারে চুল খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছি ছাখ রমণীয় লাজে।

Scanned with CamScanner

শ্বেতবাহন

ভুরভুরে পাঁক ঐডোবায় জল কম জানি
গুটিকয় হাঁস শুধু খেলা করে সারাদিন

অবলা অখলা কোন পাড়াগেঁয়ে রমণীর
বুক ভরা ধন ঐ হাঁস বড়ই আপন মমতার জন

মরাখেকো শকুনের দল তবু উড়ে উড়ে সারাদিন
ওৎ পেতে বসে থাকে ডোবার ধারে কিনারে ঠায়

নিরীহ জীব ওই সাধারণ শ্বেতবাহন জলে ভাসে
জল তাকে পারে না ভেজাতে কোনদিন জেনো।

Scanned with CamScanner

জঙ্গলের পথ

এই জঙ্গলের পথ ধ'রে কখনও কেউ হাঁটে নি
সাপ-খোপ হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয় ?

সে-সব তো আছেই ; সেইসঙ্গে আরও !
অনেক রকমের উৎপাত দিনের বেলা পায়ে পায়ে
জড়িয়ে থাকে

এমনকি জঙ্গলের—নামের খ্যাতি আছে যাদের
তারাও সুযোগ পেলে কামড় দিতে ছাড়ে না

তাই চ'লে যাবার মুহূর্তে নিরীহ প্রাণীরা যেই পিছু নেয়
অমনি ঘুরে থাবা বসিয়ে কাবু করে ফেলে রেখে যায় ।

Scanned with CamScanner

পোষা বিদেশী কুকুর

পোষা বিদেশী হাউণ্ড কুকুরের তাড়া খেয়ে
উপরে উঠতে সাহস হ'ল না আর

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই দেখি ধ্রুব
মুখময় স্মিত হাসি ছড়ানো মণ্ডলাকার

হয়তো উপরের লোকজন কিম্বা ভৃত্যশ্রেণীর কেউ
হতে পারে যেই হোক লোকের তো অভাব নেই

এতসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে সময় কেটেছে দেখি
পোষা কুকুরের হাবভাব সব ঐ ব্যাটা একা ব'সে গিলেছে।

Scanned with CamScanner

মুমূর্ষু

ইনটেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে
হাসপাতালে রোগী অবস্থা খুব ভাল নয়

মুমূর্ষু বিছানায় শুয়ে রয়েছে আজ নিয়ে চারদিন
কখন কী যে ঘটে যায় কেউ বলতে পারে না কিছু

আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা আছে কোলাহল নেই
সবাই কেমন শান্ত চুপচাপ নিরুত্তর বেদনায়

কেউ কারও মুখের দিকে তাকায় না ভয়ে
ডাক্তারও শুধু হাঁ হুঁ দিয়ে চলে যায় বিশেষ কিছু
বলে না।

Scanned with CamScanner

নিঃসঙ্গ

কোন্‌খানে হাত দেবো সবখানে ব্যথা
ভিতর থেকে পুঁজ রক্ত গ'লে বেরিয়ে পড়ে

অবিরাম স্রোতের জলের মত অনর্গল ধারা
শোকাশ্রু কিছুতেই মানে না লোকলজ্জা ভয়হীন

এমনই প্রবল বারিপাতে শুদ্ধ হয় আকাশের মেঘ
গম্ভীর মুখ ছড়িয়ে থাকে ইতস্ততঃ বাগানের কোনে

তারপর সময় হ'লে কোনদিন সে-ও আসে ফিরে
অনুরাগে বেদনায় শুরু হয় উজ্জ্বল নিমজ্জিত দিনের।

Scanned with CamScanner